26.

ক্রীড়ায় শ্রেষ্ঠত্ব
Excellence in Sports

বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (বিকেএসপি)

জিরানী, সাভার, ঢাকা।

প্রশিক্ষণার্থী সংক্রান্ত নীতিমালা-২০২১

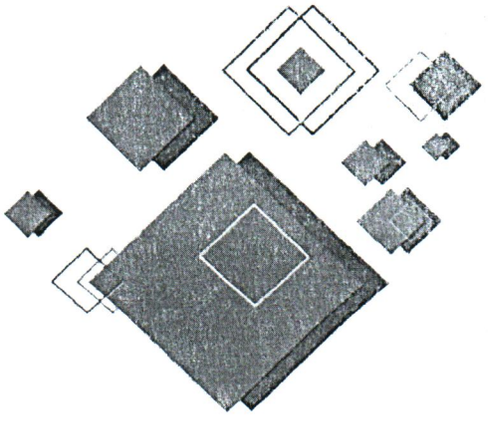



প্রাক-কথন

বিকেএসপি'র প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই প্রশিক্ষণার্থী এবং এতদ্বসংক্রান্ত কার্যক্রম সুষ্ঠু ও সুচারুরুপে পরিচালনার্থে প্রয়োজনীয় নীতিমালাসমূহ প্রণয়ন করা হয়। বিকেএসপি'র মত ব্যতিক্রমধর্মী একটি আবাসিক ক্রীড়া প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্য প্রণীত নীতিমালাসমূহ সময় এবং চাহিদার প্রয়োজনে সংযোজন, সংশোধন অথবা পরিমার্জন হতে থাকে। বর্তমান চাহিদার প্রেক্ষিতে প্রতিষ্ঠানের জন্য একটি সুনির্দিষ্ট এবং সময়োপযোগী নীতিমালা থাকা একান্ত অপরিহার্য বিবেচনায় এবং বিভিন্ন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে জটিলতা নিরসনের প্রয়োজনে এই নীতিমালা প্রণয়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

২০২০ সনে অনুষ্ঠিত বিকেএসপি বোর্ড অব গভর্নরসএর ৩৩তম সভায় বিকেএসপির মহাপরিচালক নীতিমালা হালনাগাদ/পরিমার্জনের বিষয়টি সভায় উপস্থাপন করেন এবং সভাকে অবহিত করেন যে, বিকেএসপি পরিচালনা বোর্ড ২৫তম সভার অনুমোদন অনুযায়ী বিকেএসপি প্রশিক্ষণার্থী নীতিমালা ২০১২ প্রণয়ন করা হয়। ৮ বছর পূর্বে প্রণয়নকৃত নীতিমালাটি হালনাগাদ/পরিমার্জন করার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন।

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিব নীতিমালা-২০১২ হালনাগাদ/পরিমার্জন করার পূর্বে অধিকতর যাচাই/বাছাই করার জন্য যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে একটি কমিটি গঠন করার জন্য বলেন। সে লক্ষ্যে ঢাকা বিকেএসপি ও আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহ পরিচালনার জন্য অগ্রগণ্য যেমন, প্রশিক্ষণার্থী ভর্তি, আচরণ ও শৃঙ্খলা, কলেজের প্রশিণার্থী সংশ্লিষ্ট আর্থিক বিষয়াদী ও প্রশিক্ষণার্থীদের পুরস্কার প্রদান সংক্রান্ত প্রশিক্ষণার্থী সংক্রান্ত নীতিমালা-২০১২ এর হালনাগাদ/পরিমার্জনে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের একজন যুগ্ম সচিব কে এম আলী রেজা, উপসচিব (ক্রীড়া) মোঃ ফজলে এলাহী ও বিকেএসপির উপ-পরিচালক (প্রশিক্ষণ) উজ্জল চক্রবর্তী এর সমন্বয়ে বিকেএসপির নীতিমালা হালনাগাদ/পরিমার্জন পর্যবেক্ষণ এবং খসড়া নীতিমালা প্রস্তুত কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির সদস্য উজ্জল চক্রবর্তী গত ৫ এপ্রিল ২০২২ ইং তারিখে প্রশিক্ষণার্থী সংক্রান্ত নীতিমালা-২০১২ এর হালনাগাদ/পরিমার্জনকৃত নীতিমালাটি বিকেএসপির মহাপরিচালকের নিকট উপস্থাপন করেন।

বিকেএসপি বোর্ড অব গভর্নরস কর্তৃক অনুমোদিত এ নীতিমালা অনুযায়ী প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হবে এবং বিকেএসপির সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ এ নীতিমালা অনুসারে তাদের দায়িত্ব পালন করবেন। সময়ের প্রয়োজনে এ নীতিমালা পরিবর্তন, পরিবর্ধন অথবা সংযোজন হতে পারে।

বিকেএসপি বোর্ড অব গভর্ণরস কর্তৃক নীতিমালা অনুমোদন সংক্রান্ত কার্য বিবরণীর সার সংক্ষেপ।

সভার নাম : বিকেএসপি বোর্ড অব গভর্ণরসের ৩৩তম সভা।

সভাপতি : জনাব মো. জাহিদ আহসান রাসেল,এমপি, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়।

স্থান : সভাকক্ষ (কক্ষ নং-৫০২, ভবন নং-৭, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা), যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়।

তারিখ : ০৯ আগস্ট ২০২০ খ্রিস্টাব্দ। সময়: দুপুর ১.৩০ ঘটিকা। গত ০৯ আগস্ট ২০২০ খ্রি. রবিবার, দুপুর ১.৩০ ঘটিকায় যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে (কক্ষ নং-৫০২, ভবন নং-৭, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা) বিকেএসপি বোর্ড অব গভর্নরসের ৩৩তম সভা অনুষ্ঠিত হয়। বিকেএসপি বোর্ড অব গভর্নরসের সভাপতি, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় প্রতিমন্ত্রী **জনাব মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল,** এমপি উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন। সভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দ এবং প্রতিনিধিগণ;

১। **জনাব আকরাম আল হোসেন**
সিনিয়র সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় - সদস্য

২। **জনাব মোঃ আখতার হোসেন**
সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় - সদস্য

৩। **জনাব মোঃ মাহবুব হোসেন**
সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয় - সদস্য

৪। **জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন**
অতিরিক্ত সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় - সদস্য

৫। **জনাব মোঃ মোমিনুর রহমান**
অতিরিক্ত সচিব, ক্রীড়া পরিদপ্তর - সদস্য

৬। **জনাব মোঃ মাসুদ করিম**
অতিরিক্ত সচিব, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ - সদস্য

৭। **ড. শাহ আলম**
অতিরিক্ত সচিব, সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয় -

৮। সদস্য
জনাব কবিরুল ইসদানী খান
৯। অতিরিক্ত সচিব (প্রতিনিধি) অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় - সদস্য
জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান
অতিরিক্ত সচিব, বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা - সদস্য

১০। **ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ মাইন উদ্দিন**
এনডিসি, পিএসসি, জি, চেয়ারম্যান, সেনাবাহিনী ক্রীড়া নিয়ন্ত্রণ বোর্ড - সদস্য

১১। **প্রফেসর ড. মনিরুজ্জামান**
প্রতিনিধি, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় - সদস্য

১২। **অধ্যাপক ড. মোঃ আফতাব আলী শেখ**
(রসায়ন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) প্রতিনিধি, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন - সদস্য

১৩। **সৈয়দ শাহেদ রেজা**
মহাসচিব, বাংলাদেশ অলিম্পিক এসোসিয়েশন - সদস্য

১৪। **লে. কর্নেল তোফায়েল**
এএজি, (প্রতিনিধি) চেয়ারম্যান, গভর্নিং বডিস অব ক্যাডেট কলেজেস - সদস্য

১৫। **ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ রাশীদুল হাসান**
এনডিসি, এএফডব্লিউসি, পিএসসি, মহাপরিচালক, বিকেএসপি - সদস্য সচিব

সভার আলোচ্যসূচি নং - ১০: প্রশিক্ষণার্থী নীতিমালা, ২০১২ সংক্রান্ত আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ। বিকেএসপির মহাপরিচালক বিষয়টি সভায় উপস্থাপন করেন এবং সভাকে অবহিত করেন যে, বিকেএসপি পরিচালনা বোর্ডের ২৫তম সভার অনুমোদন অনুযায়ী বিকেএসপি প্রশিক্ষণার্থী সংক্রান্ত নীতিমালা ২০১২ প্রণয়ন করা হয়। ৮ বছর পূর্বে প্রণয়নকৃত নীতিমালাটি হালনাগাদ/পরিমার্জন করা প্রয়োজন।
সচিব; যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় অভিমত ব্যক্ত করেন যে, নীতিমালা-২০১২ হালনাগাদ/পরিমার্জন করার পূর্বে অধিকতর যাচাই/বাছাই করার জন্য যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে একটি কামটি গঠন করা যেতে পারে । কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী বিষয়টি বাস্তবায়ন করা যেতে পারে।

সিদ্ধান্ত ঃ বিকেএসপি প্রশিক্ষণার্থী সংক্রান্ত নীতিমালা, ২০১২ হালনাগাদ / পরিমার্জন করার জন্য যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে একটি কমিটি গঠন এবং কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী বিষয়টি বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

স্বাক্ষরিত/১৬-০৮-২০২০
(মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল, এমপি)
প্রতিমন্ত্রী, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
এবং সভাপতি বোর্ড অব গভর্নরস, বিকেএসপি
জিরানী, সাভার, ঢাকা।

প্রশিক্ষণার্থী সংক্রান্ত নীতিমালা-২০২১

সূচীপত্র

অধ্যায়- ১	বিকেএসপির প্রশিক্ষণার্থী ভর্তি নীতিমালা	পৃষ্ঠা
	২। সংজ্ঞাসমূহ	৫
	৩। ভর্তির নির্বাচন পদ্ধতি	৫
	৪। ভর্তি কমিটি	৭
	৫। অনুমোদন	৭
	৬। আবেদন করার নিয়মাবলি	৭
	৭। ভর্তি পরবর্তী সুবিধাদী	৮
	৮। ভর্তি পরবর্তী মূল্যায়ন পদ্ধতি	৮
অধ্যায়- ২	বিকেএসপির কৃতি প্রশিক্ষণার্থীদের পুরস্কার ও সুবিধা প্রদানের নীতিমালা	
	২। সংজ্ঞাসমূহ	৯
	৩। প্রশিক্ষণার্থী পুরস্কার/সুবিধা	১০
	৪। প্রশিক্ষণার্থী সম্মানী/সুবিধা	১২
	৫। প্রশিক্ষণার্থী ক্রীড়া সামগ্রী সুবিধা	১২
	৬। মেধাবী প্রশিক্ষণার্থী পুরস্কার /সুবিধা	১৩
অধ্যায়- ৩	প্রশিক্ষণার্থীদের আচরণ ও শৃঙ্খলা নীতিমালা	
	২। সংজ্ঞাসমূহ	১৪
	৩। কাউন্সিলিং	১৫
	৪। দন্ড প্রয়োগের ক্ষেত্রসমূহ	১৬
	৫। কমিটি গঠন	১৮
অধ্যায়- ৪	বিকেএসপি কলেজের প্রশিক্ষণার্থী সংশ্লিষ্ট আর্থিক নীতিমালা	
	২। সংজ্ঞাসমূহ	১৯
	৩। আয়ের প্রত্যয়নপত্র	২০
	৪। কলেজ ফিস নির্ধারণ	২০
	৫। কলেজ ফিস পরিশোধ ও গ্রহণ পদ্ধতি	২১
	৬। প্রশিক্ষণার্থীদের ফিস প্রদানের হার	২১
	৭। জরিমানা ধার্য ও গ্রহণ পদ্ধতি	২২
	৮। জামানত নির্ধারণ, গ্রহণ, ফেরত ও বাজেয়াপ্তকরণ	২২
অধ্যায়- ৫	বিকেএসপির আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার নীতিমালা	
	২। সংজ্ঞাসমূহ	২৩
	৩। বাছাই ও নির্বাচন প্রক্রিয়া	২৩
	৪। প্রশিক্ষণ ও মূল্যায়ন	২৪

অধ্যায়-১

বিকেএসপির প্রশিক্ষণার্থী ভর্তি নীতিমালা

ভূমিকা :

বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দক্ষিণ এশিয়ার একটি ব্যাতিক্রমধর্মী অনন্য প্রতিষ্ঠান। খেলাধুলায় সম্ভাবনাময় এবং প্রতিভাবান নবীন খেলোয়াড় অন্বেষণ এবং বাছাইপূর্বক বিজ্ঞানভিত্তিক দীর্ঘ মেয়াদী প্রশিক্ষণ প্রদান করাই এ প্রতিষ্ঠানের মূল লক্ষ্য। সে লক্ষ্য পূরণে ক্রীড়া বিজ্ঞানভিত্তিক বুনিয়াদী, মাধ্যমিক এবং উচ্চতর প্রশিক্ষণের পাশাপাশি ৪র্থ শ্রেণি হতে স্নাতক শ্রেণি পর্যন্ত সাধারণ শিক্ষা প্রদান করা হয়।

আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কাঙ্ক্ষিত সাফল্য অর্জনের লক্ষ্যে প্রকৃত ক্রীড়া মেধা সম্পন্ন খেলোয়াড় নির্বাচন অত্যাবশ্যক। এ নির্বাচন প্রক্রিয়া সহজতর ও স্বচ্ছ করার লক্ষ্যে "বিকেএসপির প্রশিক্ষণার্থী ভর্তির নীতিমালা" থাকা প্রয়োজন; বিধায় এ নীতিমালা প্রণয়ন করা হল।

২। সংজ্ঞাসমূহ :

ক) **বিকেএসপি/প্রতিষ্ঠান :** বিকেএসপি/প্রতিষ্ঠান বলতে বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আইন ২০২০ অনুযায়ী বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (বিকেএসপি) Bangladesh Krira Shikkha Protishthan (BKSP) বোঝাবে।

খ) **প্রশিক্ষণার্থী :** প্রশিক্ষণার্থী বলতে বিকেএসপিতে ভর্তিকৃত দীর্ঘ মেয়াদে প্রশিক্ষণ ও অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রীকে বোঝাবে।

গ) **দীর্ঘ মেয়াদ :** দীর্ঘ মেয়াদ বলতে বিকেএসপিতে চতুর্থ শ্রেণি হতে স্নাতক শ্রেণি পর্যন্ত ৬ থেকে ১২ বছর ও ক্ষেত্র বিশেষে লেখাপড়ায় অকৃতকার্যতার কারণে আরো ৩ বছর অর্থাৎ ৬ থেকে ১৫ বছর অধ্যয়নের মেয়াদ বোঝাবে।

ঘ) **গ্রেড :** গ্রেড বলতে বিকেএসপি'র প্রশিক্ষণার্থীদের বছরে ০৩ পর্বে সম্পন্নকৃত ক্রীড়া নৈপুণ্য মূল্যায়নের মান বোঝাবে। গ্রেড: এ+ শতকরা ৮০-১০০, গ্রেডি: এ শতকরা ৭০-৭৯, গ্রেড: এ- শতকরা ৬০-৬৯, গ্রেড: বি শতকরা ৫০-৫৯ এবং গ্রেড-সি শতকরা ৪৯ এবং তদ্বনিম্ন প্রাপ্ত নম্বর বোঝাবে।

ক্রমিক নং	গ্রেড	নম্বর
১।	এ+	৮০-১০০
২।	এ	৭০-৭৯
৩।	এ-	৬০-৬৯
৪।	বি	৫০-৫৯
৫।	সি	৪৯ ও তদ্বনিম্ন প্রাপ্ত নম্বর

৩। ভর্তির নির্বাচন পদ্ধতি:

ক) নিয়মিত ভর্তি।

খ) প্রকল্প বা অসাধারণ প্রতিভা সম্পন্ন খেলোয়াড় ভর্তি।

গ) বয়স ভিত্তিক প্রতিযোগিতা এবং অন্যান্য ক্রীড়ানুষ্ঠানের প্রতিভাবান খেলোয়াড় ভর্তি।

ক) ভর্তি নির্বাচন পদ্ধতি:

(I) নিয়মিত কার্যক্রমে প্রতি বছরের নভেম্বর থেকে ডিসেম্বর মাসের মধ্যে কমপক্ষে দুটি বহুল প্রচারিত জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় (বাংলা অথবা ইংরেজি) ভর্তির বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হবে।

(II) ভর্তিচ্ছুক প্রশিক্ষণার্থী যে শ্রেণিতে অধ্যয়নরত সেই শ্রেণিতে ভর্তি হতে হবে।

(III) আবেদনকারীকে ক্রীড়া মেধা সম্পন্ন হতে হবে।

(IV) প্রার্থীর শারীরিক ও স্বাস্থ্যগত যোগ্যতা থাকতে হবে।

(V) নিম্নের ছকে প্রদত্ত শর্তাবলি অনুযায়ী খেলোয়াড় বাছাই সম্পন্ন করা হবে ;

শ্রেণি	খেলার নাম	বয়স	ন্যূনতম উচ্চতা		ভর্তির শ্রেণি
			ছেলে	মেয়ে	
১।	ক্রিকেট	১০-১৪	৫/	৪/-১০//	পঞ্চম-সপ্তম
২।	ফুটবল	১০-১৪	৫/	৪/-৯//	পঞ্চম -সপ্তম
৩।	এ্যাথলেটিক্স	১১-১৬	৫/-১//	৪/-১০//	ষষ্ঠ-নবম
৪।	আর্চারি	১১-১৪	৫/	৪/-১০//	ষষ্ঠ-সপ্তম
৫।	সাঁতার	৯-১৪	৪/-৮//	৪/-৭//	চতূর্থ- সপ্তম
৬।	বক্সিং	৯-১৩	৪/-৮//	৪/-৭//	চতূর্থ- ষষ্ঠ
৭।	জুডো	১১-১৪	৫/	৪/-৯//	ষষ্ঠ-সপ্তম
৮।	জিমন্যাস্টিক্স	৯-১২	৪/-৮//	৪/-৭//	চতূর্থ-পঞ্চম
৯।	বাস্কেটবল	১২-১৬	৫/-১০//	৪/-১০//	সপ্তম-নবম
১০।	টেনিস	৯-১৩	৪/-৮//	৪/-৭//	চতুর্থ-ষষ্ঠ
১১।	হকি	১১-১৪	৫/-১//	৪/-১০//	ষষ্ঠ-সপ্তম
১২।	শ্যুটিং	১০-১৪	৫/	৪/-১০//	পঞ্চম-সপ্তম
১৩।	ভলিবল	১২-১৬	৫/-১০//	৪/-১০//	সপ্তম-নবম
১৪।	কারাতে	১১-১৪	৪/-১০//	৪/-৯//	ষষ্ঠ-সপ্তম
১৫।	তায়কোয়ানডো	১১-১৪	৪/-১০//	৪/-৯//	ষষ্ঠ-সপ্তম
১৬।	টেবিল টেনিস	৯-১২	৪/-৮//	৪/-৮//	চতুর্থ-ষষ্ঠ
১৭।	উশু	১১-১৪	৪/-১০//	৪/-৯//	ষষ্ঠ-সপ্তম
১৮।	কাবাডি	১১-১৪	৫/	৪/-৯//	ষষ্ঠ-সপ্তম
১৯।	ব্যাডমিন্টন	১১-১৪	৫/	৪/-৯//	ষষ্ঠ-সপ্তম
২০।	স্কোয়াশ	১১-১৪	৫/	৪/-৯//	ষষ্ঠ-সপ্তম
২১।	ভারোত্তোলন	১১-১৬	৫/	৪/-৯//	ষষ্ঠ-নবম

(VI) প্রশিক্ষণার্থী নির্বাচনের ক্ষেত্রে করণীয়:

ক) বিকেএসপির ডাক্তার /বিকেএসপি কর্তৃক মনোনীত ডাক্তার, বয়স এবং স্বাস্থ্যগত যোগ্যতা পরীক্ষা করবেন।

খ) বিকেএসপির কোচ ক্রীড়া মেধা যাচাই করবেন;

গ) ক্রীড়া বিজ্ঞান বিশেষজ্ঞ সাধারণ শারীরিক যোগ্যতার পরীক্ষা গ্রহণ করবেন।

ঘ) নির্বাচিত খেলোয়াড়দের শ্রেণি ভিত্তিক লিখিত এবং মৌখিক পরীক্ষা নেয়া হবে।

খ. প্রকল্প বা অসাধারণ প্রতিভা সম্পন্ন খেলোয়াড় ভর্তির পদ্ধতি :

(I) বিশেষ প্রকল্প বা ক্ষেত্র বিশেষে দেশের প্রতিটি জেলা হতে পূর্ব নির্ধারিত কর্মসূচি অনুযায়ী খেলা ভিত্তিক উপযুক্ত খেলোয়াড় নির্বাচন করা হবে।

(II) ৩.ক (V) এর ছক অনুযায়ী খেলোয়াড়দের বাছাই করা হবে;

(III) খেলোয়াড় নির্বাচনের ক্ষেত্রে বিকেএসপির ডাক্তার কর্তৃক বয়স নির্ধারণ, ক্রীড়া বিজ্ঞান বিভাগ কর্তৃক সাধারণ শারীরিক যোগত্যার পরীক্ষা এবং সংশ্লিষ্ট কোচ কর্তৃক খেলার বিষয়ে পারদর্শীতা ও যোগ্যতার পরীক্ষা নেয়া হবে। চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত খেলোয়াড়দের শ্রেণি ভিত্তিক লিখিত এবং মৌখিক পরীক্ষা নেয়া হবে।

গ. বয়স ভিত্তিক প্রতিযোগিতা এবং অন্যান্য ক্রীড়ানুষ্ঠানের প্রতিভাবান খেলোয়াড় ভর্তি পদ্ধতি ঃ

(I) জাতীয় পর্যায়ে বয়স ভিত্তিক প্রতিযোগিতায় প্রতিভাবান (ব্যক্তিগত অথবা দলগত সাফল্য অর্জনকারী) খেলোয়াড়দের বিকেএসপিতে ভর্তির জন্য পরীক্ষা গ্রহণ করে নির্বাচিতদের ভর্তি করা হবে।

(II) ৩.ক (V) এর ছক অনুযায়ী খেলোয়াড়দের বাছাই করা হবে;

(III) খেলোয়াড় নির্বাচনের ক্ষেত্রে বিকেএসপির ডাক্তার কর্তৃক বয়স নির্ধারণ, ক্রীড়া বিজ্ঞান বিভাগ কর্তৃক সাধারণ শারীরিক যোগত্যার পরীক্ষা এবং সংশ্লিষ্ট কোচ কর্তৃক খেলার বিষয়ে পারদর্শীতা ও যোগ্যতার পরীক্ষা নেয়া হবে। চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত খেলোয়াড়দের শ্রেণি ভিত্তিক লিখিত এবং মৌখিক পরীক্ষা নেয়া হবে।

৪। **ভর্তি কমিটি :** নিম্নোক্ত কমিটি প্রশিক্ষণার্থী ভর্তি কার্যক্রম পরিচালনা করবেন -

ক্রমিক নং	কর্মকর্তার পদবী	কমিটিতে পদমর্যাদা
১	পরিচালক (প্রশিক্ষণ)	সভাপতি
২	অধ্যক্ষ	সদস্য
৩	উপ-পরিচালক (প্রশাসন)	সদস্য
৪	উপ-পরিচালক (প্রশিক্ষণ)	সদস্য
৫	প্রতি ক্রীড়া বিভাগের বিভাগীয় প্রধান	সদস্য
৬	ক্রীড়া বিজ্ঞান বিভাগের প্রধান	সদস্য
৭	চিকিৎসা কর্মকর্তা	সদস্য
এই কমিটি প্রয়োজনে এক বা একাধিক সদস্যকে কো-অপ্ট করতে পারবেন এবং উপ-কমিটি গঠন করতে পারবেন।		

৫। **অনুমোদন :**

ভর্তি কমিটির সকল কার্যক্রম মহাপরিচালক কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে।

৬। **আবেদন করার নিয়মাবলি :**

ক) আবেদনকারী অনলাইনে "বিকেএসপির ওয়েবসাইট" এর মাধ্যমে নির্ধারিত ফরম পুরণ করে ভর্তির জন্য আবেদন করতে পারবে।

খ) একজন প্রশিক্ষণার্থী একাধিক খেলায় আলাদা ফরমে ভর্তির জন্য আবেদন করতে পারবে।

৭। **ভর্তি পরবর্তী সুবিধাদী :**

ক) বিকেএসপি একটি পূর্ণাঙ্গ আবাসিক প্রতিষ্ঠান। ভর্তিকৃত প্রশিক্ষণার্থী হোস্টেলে অবস্থান করা বাধ্যতামূলক।

খ) প্রতিভাবান খেলোয়াড়দেরকে বিকেএসপি কর্তৃক পুরস্কার/বৃত্তি/অন্যান্য সুবিধাদি প্রদান করা হবে।

গ) সংশ্লিষ্ট শিক্ষা বোর্ড ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদিত সিলেবাস অনুযায়ী স্নাতক শ্রেণি পর্যন্ত সাধারণ শিক্ষা দেয়া হবে।

ঘ) বিকেএসপির নীতিমালা অনুযায়ী প্রশিক্ষণার্থীদের বেতন ও অন্যান্য ফিস নির্ধারণ করা হবে।

৮। **ভর্তি পরবর্তী মূল্যায়ন পদ্ধতি :**

ক) খেলোয়াড়দেরকে ভর্তির সময় হতে ১ (এক) বছরের জন্য (পর্যবেক্ষণমূলক) অস্থায়ীভাবে ভর্তি করা হবে।

খ) এক বছর প্রশিক্ষণ শেষে ক্রীড়া মেধা মূল্যায়নে উত্তীর্ণ খেলোয়াড়গণ পরবর্তী বছরের জন্য প্রশিক্ষণ গ্রহণের যোগ্যতা অর্জন করবে।

গ) "সি গ্রেড" প্রাপ্ত খেলোয়াড়দের বিকেএসপি হতে প্রত্যাহার করা হবে।

ঘ) ভর্তির পর যে কোন সময়ে মেডিকেল টেস্টে অযোগ্য খেলোয়াড়দের বিকেএসপি হতে প্রত্যাহার করা হবে।

অধ্যায়-২

বিকেএসপির কৃতি প্রশিক্ষণার্থীদের পুরস্কার ও সুবিধা প্রদানের নীতিমালা

ভূমিকা :

দক্ষিণ এশিয়ার একটি ব্যাতিক্রমধর্মী অনন্য প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সুবিদিত। নিরবচ্ছিন্ন এবং শ্রমসাধ্য অনুশীলনের মাধ্যমে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ের ক্রীড়া ক্ষেত্রে কাঙ্খিত সাফল্য অর্জনের প্রচেষ্টার পাশাপাশি সুশিক্ষিত খেলোয়াড় হিসেবে গড়ে ওঠার জন্য এ প্রতিষ্ঠানের প্রশিক্ষণার্থীগণ সদাসচেষ্ট। ক্রীড়াসহ লোখাপড়ার ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠান তথা দেশের সুনাম অর্জনের প্রয়াসে এবং প্রশিক্ষণার্থীদের উৎসাহ প্রদানের মাধ্যমে অধিকতর উদ্যোগী ও পারদর্শী করে গড়ে তোলার জন্য বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা বা পুরস্কার প্রদান করা অত্যাবশ্যক।

সুযোগ সুবিধা তথা পুরস্কার প্রদানের মাধ্যমে অধিকতর উদ্যোগী ও পারদর্শী করে গড়ে তোলার পাশাপশি কাঙ্খিত সাফল্য অর্জনের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানের প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য একটি নীতিমালা থাকা প্রয়োজন; বিধায় ‘‘বিকেএসপি‘র কৃতি প্রশিক্ষণার্থীদের পুরস্কার ও সুবিধা প্রদানের নীতিমালা” প্রণয়ন করা হল।

২। সংজ্ঞাসমূহ :

ক) **বিকেএসপি :** বিকেএসপি বলতে বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আইন ২০২০ অনুযায়ী বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (বিকেএসপি) Bangladesh Krira Shikkha Protishthan (BKSP) বোঝাবে।

খ) **প্রশিক্ষণার্থী :** প্রশিক্ষণার্থী বলতে বিকেএসপিতে ভর্তিকৃত দীর্ঘ মেয়াদে প্রশিক্ষণ ও অধ্যয়নরত ছাত্র ছাত্রীকে বোঝাবে।

গ) **দীর্ঘ মেয়াদ :** দীর্ঘ মেয়াদ বলতে বিকেএসপিতে চতুর্থ শ্রেণি হতে স্নাতক শ্রেণি পর্যন্ত ৬ থেকে ১২ বছর ও ক্ষেত্র বিশেষে লেখাপড়ায় অকৃতকার্যতার কারণে আরো ৩ বছর অর্থাৎ ৬ থেকে ১৫ বছর অধ্যয়নের মেয়াদ বোঝাবে।

ঘ) **কৃতি প্রশিক্ষণার্থী :** কৃতি প্রশিক্ষণার্থী বলতে বার্ষিক ক্রীড়ামেধা মূল্যায়নে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ক্রীড়া ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জনকারী ক্রীড়াবিদকে বোঝাবে।

ঙ) **শ্রেষ্ঠ ক্রীড়া প্রশিক্ষণার্থী পুরস্কার :** ক্রীড়া ক্ষেত্রে বার্ষিক ক্রীড়া মূল্যায়নসহ বিভিন্ন পর্যায়ের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় বিকেএসপির দীর্ঘমেয়াদী প্রশিক্ষণার্থীদের সাফল্য লাভের জন্য দেয় পুরস্কার বোঝাবে।

চ) **সম্মানী বাবদ প্রাপ্ত নগদ অর্থ :** বিকেএসপি‘র দীর্ঘ মেয়াদী কোন প্রশিক্ষণার্থী অথবা দলের বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য ক্লাব, ক্রীড়া সংস্থা, ক্রীড়া ফেডারেশন অথবা অন্য কোন মাধ্যম হতে সম্মানী বাবদ প্রাপ্ত নগদ অর্থ বোঝাবে।

ছ) **মেধাবী প্রশিণার্থী পুরস্কার :** বিকেএসপিতে অধ্যয়নরত দীর্ঘমেয়াদী প্রশিক্ষণার্থীদের লেখাপড়ায় বিভিন্ন পর্যায়ের কৃতিত্বের জন্য দেয় পুরস্কার বোঝাবে।

জ) **আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা :** আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা বলতে একাধিক দেশের সংশ্লিষ্ট ক্রীড়া ফেডারেশনের মধ্যে অনুষ্ঠিত স্বীকৃত এবং পূর্বনির্ধারিত সিনিয়র/যুব/জুনিয়র প্রতিযোগিতাসমূহকে বোঝাবে যেমন -

পর্যায়-১ : আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা: অলিম্পিক গেমস, বিশ্বকাপ/বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ ইত্যাদি ।

পর্যায়-২ : আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা: এশিয়ান গেমস, কমনওয়েলথ গেমস, এশিয়াকাপ/ এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশীপ ইত্যাদি।

পর্যায়-৩ : আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা: সাফ গেমস।

ঝ) **আমন্ত্রণমূলক আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা :** আমন্ত্রণমূলক আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা বলতে দেশের অভ্যন্তরে অথবা বিদেশে অনুষ্ঠিত বিকেএসপি দল/খেলোয়াড় এবং সংশ্লিষ্ট দেশের নির্বাচিত দল/খেলোয়াড়ের মধ্যে অনুষ্ঠিত প্রতিযোগিতা বোঝাবে।

ঞ) **জাতীয় প্রতিযোগিতা (সিনিয়র) :** জাতীয় প্রতিযোগিতা (সিনিয়র) বলতে জাতীয় ক্রীড়া ফেডারেশন কর্তৃক সিনিয়র পর্যায়ে আয়োজিত প্রতিযোগিতা বোঝাবে।

ট) **জাতীয় প্রতিযোগিতা (জুনিয়র) :** জাতীয় প্রতিযোগিতা (জুনিয়র) বলতে জাতীয় ক্রীড়া ফেডারেশন কর্তৃক আয়োজিত জুনিয়র পর্যায়ে প্রতিযোগিতা বোঝাবে।

৩। প্রশিক্ষণার্থীর পুরস্কার/সুবিধা :

ক) প্রতি বছর ক্রীড়ায় কৃতিত্বের জন্য বিভিন্ন ক্রীড়া বিভাগের কৃতি প্রশিক্ষণার্থীদেরকে বার্ষিক ক্রীড়া পারদর্শিতা মূল্যায়নের মাধ্যমে প্রতিটি ক্রীড়া বিভাগ থেকে একজন ছেলে এবং একজন মেয়ে প্রশিক্ষণার্থীকে "শ্রেষ্ঠ ক্রীড়া প্রশিক্ষণার্থী পুরস্কার" হিসেবে সনদপত্র প্রদান করা হবে।

খ) আন্তর্জাতিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশ জাতীয় দল অথবা জাতীয় যুব/জুনিয়র দলের পক্ষে খেলায় অংশগ্রহণের যোগ্যতা অর্জন করলে তার কলেজ ফিস এক বছরের জন্য মওকুফ করা হবে।

গ) আন্তর্জাতিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় রেকর্ড গড়লে/শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় ঘোষিত হলে/চ্যাম্পিয়ন বা সেরা দলে খেলার যোগ্যতা অর্জন করলে পুরস্কার হিসেবে এক বছরের কলেজ ফিস ছাড় দেয়া হবে এবং একটি ব্লেজার প্রদান করা হবে।

ঘ) আন্তর্জাতিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় সাফল্যের জন্য প্রতিষ্ঠানের এসটিডি-২৮ এ রক্ষিত ১কোটি টাকার সুদ এর প্রাপ্ত অর্থ হতে অথবা বরাদ্দ থাকা সাপেক্ষে নিম্নবর্ণিত হারে অর্থ/পুরস্কার প্রদান করা হবে;

ক্র. নং	প্রতিযোগিতা	চ্যাম্পিয়ন / স্বর্ণ	
		দলগত (প্রতিজন)	একক
১।	আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা পর্যায়-১	৫০,০০০	১,০০,০০০
	আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা পর্যায়-২	২০,০০০	৪০,০০০
	আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা পর্যায়-৩	১০,০০০	২০,০০০
২।	আমন্ত্রণমূলক আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা	৩,০০০	৫,০০০
	প্রতিযোগিতা	রানার-আপ / রৌপ্য	
		দলগত (প্রতিজন)	একক
৩।	আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা পর্যায়-১	২৫,০০০	৫০,০০০
	আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা পর্যায়-২	১৫,০০০	৩০,০০০
	আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা পর্যায়-৩	৮,০০০	১৫,০০০
৪।	আমন্ত্রণমূলক আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা	২,০০০	৩,০০০
	প্রতিযোগিতা	তৃতীয় / তাম্র	
		দলগত (প্রতিজন)	একক
৫।	আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা পর্যায়-১	১৫,০০০	৩০,০০০
	আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা পর্যায়-২	১০,০০০	২০,০০০
	আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা পর্যায়-৩	৫,০০০	১০,০০০
৬।	আমন্ত্রণমূলক আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা	১,০০০	২,০০০

৭। ক) আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় দলগত চ্যাম্পিয়ন বা এককভাবে স্বর্ণ পদক প্রাপ্ত হলে আর্থিক পুরস্কারের সাথে তাকে "বিকেএসপি কালার" খেতাবে ভূষিত করা হবে এবং উপহার স্বরূপ একটি ব্লেজার ও একটি ইনসিগনিয়া প্রদান করা হবে।

খ) জাতীয় (সিনিয়র) প্রতিযোগিতায় দলগত চ্যাম্পিয়ন অথবা ব্যক্তিগত স্বর্ণ পদক প্রাপ্ত হলে একটি ইনসিগনিয়া এবং অতিরিক্ত ৩,০০০/- (তিন হাজার) টাকা পুরস্কার প্রদান করা হবে।

গ) সার্বিক বিচারে শ্রেষ্ঠ বিবেচিত একজন শিক্ষার্থীকে ১বছরের জন্য "বিকেএসপি ব্লু" খেতাবে ভূষিত করা হবে, উপহার স্বরূপ একটি ব্লেজার ও বিশেষ প্রতীক প্রদান করা হবে এবং এক বছরের কলেজ ফিস ছাড় দেয়া হবে।

ঘ) জাতীয় প্রতিযোগিতায় রেকর্ড ভাঙলে বা রেকর্ড করলে/প্রতিযোগিতার সর্বোচ্চ স্কোরার/সর্বোচ্চ গোলদাতা/সেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত হলে/জাতীয় দলের অধিনায়কের দায়িত্ব পালন করলে/দলীয় ক্রীড়া সমূহের সিনিয়র জাতীয় দলে সুযোগ পেলে তাকে বিকেএসপি কালারে ভূষিত করা হবে, একটি ইনসিগনিয়া প্রদান করা হবে এবং অতিরিক্ত ৩,০০০/- (তিন হাজার) টাকা পুরস্কার প্রদান করা হবে।

৪। প্রশিক্ষণার্থী সম্মানী/সুবিধা :

ক) একক / দলগত ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য কোন প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা হতে সম্মানী বাবদ প্রাপ্ত নগদ অর্থের ৭০% সংশ্লিষ্ট খেলোয়াড়ের মধ্যে মান অনুযায়ী বন্টণ করা হবে।

খ) প্রাপ্ত নগদ অর্থের ১৫% সংশ্লিষ্ট খেলার প্রশিক্ষক, ২.৫% সংশ্লিষ্ট খেলার গ্রাউন্ডসম্যান এবং ২.৫% অন্যান্য গ্রাউন্ডসম্যানদের মধ্যে বন্টন করা হবে।

গ) প্রাপ্ত নগদ অর্থের ১০% প্রতিষ্ঠানের ফান্ডে জমা হবে এবং প্রশিক্ষণ উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট কাজে ব্যয় করা হবে।

বি. দ্র.:- একই বছরে শৃঙ্খলা জনিত অপরাধ করলে ক্রীড়া মেধা বিবেচনায় গ্রেড- সি পেলে উপরোক্ত (ক ও খ) পুরস্কার প্রাপ্ত হওয়ার জন্য বিবেচনা করা হবে না।
৯০% হাজিরা না হলে প্যারা ৩ ও ৪ এর বর্ণিত সুবিধাদির জন্য বিবেচনা করা হবে না।

৫। প্রশিক্ষণার্থী ক্রীড়া সামগ্রী সুবিধা :

অর্থ বরাদ্দ সাপেক্ষে সকল প্রশিক্ষণার্থীকে ভর্তির অব্যবহিত পর নিম্নের ক্রীড়া সামগ্রী অথবা ক্রীড়া বিভাগের প্রয়োজন অনুসারে ক্রীড়া সামগ্রী সমূহ বিনামূল্যে সরবরাহ করা হবে:

ক্র.নং	খেলার বিষয়	ক্রীড়া সামগ্রীর নাম ও পরিমাণ								
		ট্রাকস্যুট	টিশার্ট/ জার্সি	কেডস/ বুট	মোজা/ হুজ	হাফপ্যান্ট গেঞ্জি/ জুডো ড্রেস	ট্রানিংসু/ হকিসু/ বক্সিং সু	বল	ব্যাট/হকিস্টিক/ র‍্যাকেট বক্সিং গ্লোবস/ ক্যাপ ও গগলস	কাপিটাম ও প্যাডি/ জ্যাকেট/ ব্যাটিং প্যাড ও গ্লোবস
১।	আর্চারী	১ সেট	২টি	১ জোড়া	২ জোড়া	০১ সেট				
২।	এ্যাথলেটিক্স	১ সেট	১টি	১ জোড়া	২ জোড়া	০২ সেট	১ জোড়া			
৩।	বক্সিং	১ সেট	২টি	১ জোড়া	২ জোড়া	০১ সেট	১ জোড়া		১ জোড়া	
৪।	বাস্কেটবল	১ সেট	২টি	১ জোড়া		০১ সেট				
৫।	ক্রিকেট	১ সেট	২টি	১ জোড়া		০১ সেট		১টি	১ টি	১ সেট
৬।	ফুটবল	১ সেট	১টি	১ জোড়া	২ জোড়া	০১ সেট		১টি		১ সেট-গোল্কিপারের
৭।	জিমন্যাস্টিকস	১ সেট		১ জোড়া	২ জোড়া	০১ সেট-ছেলেদের				
৮।	হকি	১ সেট	২টি		২ জোড়া	০১ সেট	১ জোড়া		১ টি	
৯।	জুডো	১ সেট	১টি	১ জোড়া	২ জোড়া	০১ সেট				
১০।	শ্যুটিং	১ সেট	১টি	১ জোড়া	২ জোড়া	০১ সেট				১ টি
১১।	সুইমিং	১ সেট	১টি	১ জোড়া	২ জোড়া	০১ সেট			১ সেট	১ টি
১২।	টেনিস	১ সেট	১টি	১ জোড়া	২ জোড়া	০১ সেট			১ টি	
১৩।	উশু	১ সেট	১টি	১ জোড়া	২ জোড়া	০১ সেট			১টি	
১৪।	টেবিলটেনিস	১ সেট	১টি	১ জোড়া	২ জোড়া	০১ সেট			১টি	
১৫।	ভলিবল	১ সেট	১টি	১ জোড়া	২ জোড়া	০১ সেট		১টি		
১৬।	তায়কোয়ানডো	১ সেট	১টি	১ জোড়া	২ জোড়া	০১ সেট			১টি	
১৭।	কারাতে	১ সেট	১টি	১ জোড়া	২ জোড়া	০১ সেট			১টি	
১৮।	কাবাডি	১ সেট	১টি	১ জোড়া	২ জোড়া	০১ সেট				
১৯।	স্কোয়াশ	১ সেট	১টি	১ জোড়া	২ জোড়া	০১ সেট			র‍্যাকেট ১টি	
২০।	ব্যাডমিন্টন	১ সেট	১টি	১ জোড়া	২ জোড়া	০১ সেট			ব্যাডমিন্টন ১টি	
২১।	ভারোত্তোলন	১ সেট	১টি	১ জোড়া	২ জোড়া	০১ সেট				

৬। মেধাবী প্রশিক্ষণার্থী পুরস্কার /সুবিধা :

মেধাবী প্রশিক্ষণার্থীদের একবছরের বেতন ছাড়/ অর্থ পুরস্কার নিম্নোক্তভাবে প্রদান করা হবে:

ক) বার্ষিক/প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী/জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট/এসএসসি/ এইচএসসি পরীক্ষায় গড়ে ৮০% নম্বর প্রাপ্ত প্রশিক্ষণার্থীকে এক বছরের বেতন ছাড় দেয়া হবে।

খ) সকল বার্ষিক পরীক্ষায়/সকল পাবলিক পরীক্ষায় এবং এইচএসসি পরীক্ষার চূড়ান্ত নির্বাচনী পরীক্ষায় সকল বিষয়ে ৭৫% বা তদূর্ধ্ব নম্বর প্রাপ্ত প্রশিক্ষণার্থীগণকে ২,০০০/- (দুই হাজার) টাকা নগদ পুরস্কার প্রদান করা হবে।

গ) একই বছরে শৃঙ্খলাজনিত অপরাধ করলে ক্রীড়া মেধা বিবেচনায় গ্রেড- সি পেলে উপর্যুক্ত (ক ও খ) পুরস্কার প্রাপ্ত হওয়ার জন্য বিবেচনা করা হবে না।

অধ্যায়-৩

প্রশিক্ষণার্থীদের আচরণ ও শৃঙ্খলা নীতিমালা

ভূমিকা :

ক্রীড়া ও সাধারণ শিক্ষাসহ জীবনের সকল ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রশিক্ষণার্থীদের শৃঙ্খলাপূর্ণ আচরণ একান্ত-অপরিহার্য। এখানে প্রশিক্ষণার্থীদের শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবনযাপন, উন্নত আচরণ এবং শান্তি-পূর্ণ সহবস্থানের শিক্ষা প্রদান করা হয়। এ প্রতিষ্ঠানে ক্রীড়া প্রশিক্ষণ এবং সাধারণ শিক্ষা গ্রহণের পাশাপাশি তাদের চরিত্র ও ব্যক্তিত্বের সুষ্ঠু বিকাশের প্রতিও বিশেষ যত্ন নেয়া হয়। প্রশিক্ষণার্থীদের সুকুমার বৃত্তির সার্বিক বিকাশের অপরিহার্য দায়িত্ব পালনার্থে এ নীতিমালা প্রণয়ন করা হল।

২। সংজ্ঞাসমূহ :

ক) **বিকেএসপি/প্রতিষ্ঠান :** বিকেএসপি/প্রতিষ্ঠান বলতে বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আইন ২০২০ অনুযায়ী বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (বিকেএসপি) Bangladesh Krira Shikkha Protishthan (BKSP) বোঝাবে।

খ) **আচরণ :** আচরণ বলতে বিকেএসপিতে অবস্থানকালিন প্রশিক্ষণার্থীর নিকট হতে বিকেএসপির সুব্যবস্থাপনার জন্য কাঙ্খিত সুশৃঙ্খলা ও শোভন আচরণ বোঝাবে।

গ) **প্রশিক্ষণার্থী :** প্রশিক্ষণার্থী বলতে বিকেএসপিতে ভর্তিকৃত দীর্ঘ মেয়াদে প্রশিক্ষণ ও অধ্যয়নরত ছাত্র ছাত্রীকে বোঝাবে।

ঘ) **দীর্ঘ মেয়াদ :** দীর্ঘ মেয়াদ বলতে বিকেএসপিতে চতুর্থ শ্রেণি হতে স্নাতক শ্রেণি পর্যন্ত ৬ থেকে ১২ বছর ও ক্ষেত্র বিশেষে লেখাপড়ায় অকৃতকার্যতার কারণে আরো ৩ বছর অর্থাৎ ৬ থেকে ১৫ বছর অধ্যয়নের মেয়াদ বোঝাবে।

ঙ) **গ্রেড :** গ্রেড বলতে বিকেএসপি'র প্রশিক্ষণার্থীদের বছরে ০৩ পর্বে সম্পন্নকৃত ক্রীড়া নৈপুণ্য মূল্যায়নের মান বোঝাবে। গ্রেড: এ+ শতকরা ৮০-১০০%, গ্রেড: এ শতকরা ৭০-৭৯%, গ্রেড: এ- শতকরা ৬০-৬৯%, গ্রেড: বি শতকরা ৫০-৫৯% এবং গ্রেড: সি শতকরা ৪৯ এবং তদ্বনিম্ন প্রাপ্ত নম্বর বোঝাবে।

চ) **তিরস্কার :** তিরস্কার বলতে অভিযুক্ত প্রশিক্ষণার্থীকে তাৎক্ষণিকভাবে কোচ/শিক্ষক বা তদুর্ধ্ব কর্মকর্তা কর্তৃক আচরণ পরিপন্থি সুনির্দিষ্ট কারণ উল্লেখ করে পত্র প্রেরণকে বোঝাবে।

ছ) **সতর্কীকরণ :** সতর্কীকরণ বলতে ক্রীড়া নৈপূণ্য মূল্যায়নে প্রশিক্ষণার্থী গ্রেড-সি প্রাপ্ত হলে, লেখাপড়ায় এক বা একাধিক বিষয়ে অকৃতকার্য হলে এবং কর্তৃপক্ষের ন্যায়ানানুগ নির্দেশ অমান্য করলে প্রশিক্ষণার্থীকে/অভিভাবককে পত্র প্রেরণকে বোঝাবে।

জ) **চূড়ান্ত সতর্কীকরণ :** চূড়ান্ত সতর্কীকরণ বলতে প্রশিক্ষণার্থীর ক্রীড়া নৈপূণ্য মূল্যায়নে দ্বিতীয় পর্বে গ্রেড-সি প্রাপ্ত হলে অথবা প্রশিক্ষণার্থী বারংবার একই অপরাধ করলে অথবা কৃত অপরাধের পর অধিকতর গুরুতর অপরাধ করলে প্রশিক্ষণার্থীকে/ অভিভাবক বরাবর পত্র প্রেরণকে চূড়ান্ত সর্তকীকরণ বোঝাবে

ঝ) **জরিমানা :** জরিমানা বলতে প্রশিক্ষণার্থীর নিকট হতে আচরণ পরিপন্থি কার্যকলাপ ও শৃঙ্খলাভঙ্গের কারণে নগদ অর্থ আদায় বোঝাবে।

ঞ) **প্রত্যাহার :** প্রত্যাহার বলতে ক্রীড়া নৈপূণ্য ও সাধারণ শিক্ষায় অনগ্রসরতা এবং স্বাস্থ্যগত ও শারীরিক অযোগ্যতার কারনে বিকেএসপি থেকে প্রশিক্ষণার্থীর স্থায়ীভাবে অপসারণ বোঝাবে ।

ট) **জামানত ও অবৈধ মালামাল বাজেয়াপ্ত :** জামানত বাজেয়াপ্ত বলতে প্রশিক্ষণার্থীর ভর্তির সময় জামানত হিসেবে জমাকৃত অর্থ প্রশিক্ষণার্থীর কোন শৃঙ্খলা ভঙ্গের জন্য বিকেএসপির তহবিলে জমা করা বোঝাবে। অবৈধ মালামাল বাজেয়াপ্ত বলতে প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য ব্যবহার নিষিদ্ধ ঘোষিত মালামাল/সামগ্রী জব্দ ও বাজেয়াপ্ত করা বোঝাবে।

ঠ) **বহিষ্কার :** বহিষ্কার বলতে প্রশিক্ষণার্থী কর্তৃক শৃঙ্খলাভঙ্গের কারণে জামানত বাজেয়াপ্তসহ বিকেএসপি থেকে স্থয়ীভাবে অপসারণ করা বোঝাবে।

ড) **স্বেচ্ছাপরিত্যাগ :** স্বেচ্ছাপরিত্যাগ বলতে প্রশিক্ষণার্থী কর্তৃক অননুমোদিত ভাবে বিকেএসপি পরিত্যাগের অপচেষ্টায় লিপ্ত হওয়া বা নিজেকে ক্রীড়া অথবা লেখা পড়ায় অনগ্রসর প্রমাণের চেষ্টাকরা অথবা অন্য যেকোন উদ্দেশ্যমূলকভাবে বিকেএসপি পরিত্যাগ করা বোঝাবে।

ঢ) **নিষিদ্ধ ঘোষিত এলাকা :** নিষিদ্ধ ঘোষিত এলাকা বলতে বিকেএসপি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময়ে সময়ে জারীকৃত আদেশের মাধ্যমে নির্ধারিত এলাকা সমূহকে বোঝাবে।

ণ) **প্রশিক্ষণ এবং মূল্যায়ন পর্ব :** প্রশিক্ষণ এবং মূল্যায়ন পর্ব বলতে প্রতিবছরে ৪ মাস মেয়াদের ৩টি সময়কাল বোঝাবে।

ত) **প্রেপ ক্লাস :** প্রেপ ক্লাস বলতে প্রশিক্ষণার্থীর সান্ধ্যকালিন পাঠ প্রস্তুতি ক্লাসকে বোঝাবে।

থ) **ইভটিজিং :** বিকেএসপি'তে কর্মরত কর্মকর্তা (প্রশিক্ষক/শিক্ষকসহ), কর্মচারী, আবাসিক এলাকায় বসবাসরত তাদের পরিবারের যেকোন সদস্য এবং সর্বোপরি বিকেএসপি'তে অধ্যয়নরত যেকোন প্রশিক্ষণার্থীদের উদ্দেশ্যে কটূক্তি, অশোভন আচরণ, যৌন হয়রানিমূলক কার্যকলাপ ইত্যাদিকে বুঝাবে।

৩। কাউন্সিলিং : সাধারণভাবে প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য নিয়মিত কাউন্সিলিংএর ব্যবস্থা করতে হবে। তবে খেলাধুলা/লেখাপড়া/আচরণগত অস্বাভাবিক ঔদাসিন্যতা বা অমনোযোগিতার ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ নিম্নোক্ত কাউন্সিলিং কমিটির মাধ্যমে সংশোধন ও ইতিবাচক পরিবর্তনের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন :

(ক) বিভাগীয় প্রধান, স্পোর্টস সাইকোলজিস্ট - আহবায়ক
(খ) সংশ্লিষ্ট কোচ - সদস্য
(গ) সংশ্লিষ্ট শ্রেণি শিক্ষক - সদস্য

৪। দন্ড প্রয়োগের ক্ষেত্রসমূহ :

(ক) তিরস্কার : নিম্নলিখিত আচরণের জন্য প্রশিক্ষণার্থীকে তিরস্কার করা হবে ;

(I) প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা, কর্মচারী, সহপাঠি (অগ্রজ/অনুজ) সহ অন্য কারো সাথে অশোভন অমার্জিত আচরণ করলে।

(II) প্রশিক্ষণে, শ্রেণি কার্যক্রমে, প্রতিষ্ঠানের যেকোন নির্ধারিত কার্যক্রমে বিলম্বে উপস্থিত হলে।

(III) প্রশিক্ষণ, শ্রেণি কার্যক্রমসহ প্রতিষ্ঠানের যেকোন নির্ধারিত কার্যক্রমে বিকেএসপি নির্ধারিত পোশাক পরিধান না করলে।

(IV) নিষিদ্ধ ঘোষিত এলাকায় গমন করলে।

(V) যথাযথভাবে চুল, নখ, না কাটলে, সেভ না করলে (যাদের দাড়ি রাখার অনুমতি রয়েছে তারা ব্যতিত) এবং নির্দেশনা অনুযায়ী পরিপাটি না থাকলে।

(VI) হাউসে (হোস্টেলে) যাথাসময়ে যথাস্থানে অবস্থান না করলে এবং নিজ কক্ষসহ সংলগ্ন স্থান পরিচ্ছন্ন ও পরিপাটি না রাখলে।

(খ) সতর্কীকরণ : নিম্নলিখিত কারণে প্রশিক্ষণার্থীকে সতর্ক করা হবে ঃ

(I) ক্রীড়া মেধা মূল্যায়নে প্রথম গ্রেড-সি প্রাপ্ত হলে।

(II) লেখাপড়ায় এক বা একাধিক বিষয়ে অকৃতকার্য হলে।

(III) কর্তৃপক্ষের ন্যায়ানানুগ নির্দেশ অমান্য করলে।

(IV) বিকেএসপি কর্তৃপক্ষের নির্ধারিত নিষিদ্ধ ঘোষিত এলাকায় গমন করলে।

(গ) চূড়ান্ত সতর্কীকরণ : নিম্নলিখিত কারণে প্রশিক্ষণার্থীকে চূড়ান্তভাবে সতর্ক করা হবে ঃ

(I) ক্রীড়া মেধা মূল্যায়নে দ্বিতীয় বার গ্রেড-সি প্রাপ্ত হলে।

(II) তিরস্কার অথবা সতর্কপত্র প্রাপ্ত প্রশিক্ষণার্থী আচরণ/শৃঙ্খলা পরিপন্থি কাজের পুনরাবৃত্তি করলে।

(III) ১৫ দিনের অধিক অননুমোদিত ভাবে অনুপস্থিত থাকলে।

(IV) পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বন করলে।

(V) বিকেএসপির সম্পদ বিনষ্ট করলে।

(VI) অননুমোদিত ভাবে এবং অবৈধ পন্থায় প্রতিষ্ঠান ত্যাগ করলে।

(VII) মোবাইল ফোন, এমপিথ্রি প্লেয়ার, ওয়াকম্যান, ক্যাসেট/সিডি, ক্যামেরা সহ কোন প্রকার অবৈধ ঘোষিত, সামগ্রী বা পোশাক পরিচ্ছদ পাওয়া গেলে।

VIII) কলেজ ফিস ৬ মাস অথবা ২ কিস্তির অধিক বকেয়া থাকলে।

(IX) ইভটিজিং এর কারণে দোষী সাব্যস্ত হলে।

(X) নৈতিক স্খলনজনিত কোন অপরাধ করলে।

বিঃ দ্রঃ কর্তৃপক্ষের বিবেচনায় অপরাধের ধরণ বা মাত্রা গুরুতর পরিলক্ষিত হলে নির্দিষ্ট দন্ডের চেয়ে উচ্চতর যে কোন দন্ড আরোপ করতে পারবেন।

(ঘ) জরিমানা : নিম্নলিখিত কারণে প্রশিক্ষণার্থীকে জরিমানা করা হবে ঃ

(I) প্রশিক্ষণ, শ্রেণি কার্যক্রম এবং প্রেপ ক্লাসে অনুপস্থিত থাকলে প্রশিক্ষণার্থীকে ১০০ (একশত) টাকা জরিমানা করা হবে।

(II) বিকেএসপির যেকোন সম্পদ বিনষ্ট বা ক্ষতিগ্রস্থ করা হলে চূড়ান্ত সতর্কীকরণসহ বিনষ্টকৃত বা ক্ষতিগ্রস্থকৃত সম্পদের মূল্যের দ্বিগুণ জরিমানা করা হবে।

(III) ছুটি পরবর্তী অননুমোদিতভাবে যে কোন ধরনের বিলম্বে প্রত্যাবর্তন বা অনুপস্থিতির ক্ষেত্রে প্রতিদিন ন্যূনতম ৫০০ (পাঁচশত) টাকা হারে জরিমানা করা হবে তবে বিলম্ব বা অনুপস্থিতির যৌক্তিক কারণ প্রমাণ সাপেক্ষে জরিমানা মওকুফ/শিথিলযোগ্য।

(ঙ) প্রত্যাহার : নিম্নলিখিত কারণে প্রশিক্ষণার্থীকে প্রতিষ্ঠান হতে প্রত্যাহার করা হবে ঃ

(I) ক্রীড়া মেধা মূল্যায়নে তৃতীয় বার গ্রেড: সি প্রাপ্ত হলে অথবা ধারাবাহিক ভাবে পরপর দু'টি সি গ্রেড প্রাপ্ত হলে। একই শিক্ষা বর্ষে পরপর দু'টি অথবা পূর্ববর্তী শিক্ষা বর্ষের সর্বশেষ মূল্যায়ন এবং পরবর্তী শিক্ষা বর্ষের ১ম মূল্যায়নে সি গ্রেড প্রাপ্ত হলেও একই দন্ড প্রযোজ্য হবে।

(II) শারীরিক অসুস্থতা, আঘাতজনিত অসুস্থতা বা অন্য কোন অসমর্থতার কারণে প্রশিক্ষণ গ্রহণে অক্ষম হয়ে একাধারে দুই মাসের অধিক অনুপস্থিত থাকলে; তবে অসুস্থতা বা আঘাত প্রাপ্তদের ক্ষেত্রে বিকেএসপির চিকিৎসা কর্মকর্তা/ক্রীড়া চিকিৎসক এবং সংশ্লিষ্ট কোচ এর মতামতের ভিত্তিতে প্রত্যাহার রহিত করা যাবে।

(III) শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা, জেএসসি পরীক্ষা এবং এস.এস.সি. পরীক্ষায় পর পর ২ বার অকৃতকার্য হলে।

(চ) স্বেচ্ছা পরিত্যাগজনিত দন্ড : নিম্নলিখিত কারণে প্রশিক্ষণার্থীকে প্রতিষ্ঠান হতে স্বেচ্ছা পরিত্যাগজনিত দন্ড প্রদান করা হবে ;

(I) প্রশিক্ষণার্থী স্বেচ্ছায় অনগ্রসর প্রমাণের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠানের প্রশিক্ষণ অথবা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ হতে নিজেকে বিরত রাখার মাধ্যমে বিকেএসপি পরিত্যাগের অপচেষ্টায় লিপ্ত হলে।

(II) ক্রীড়া অথবা লেখা পড়ায় অনগ্রসর প্রমাণের চেষ্টা করলে অথবা অন্য যে কোন উদ্দেশ্যমূলক ভাবে বিকেএসপি পরিত্যাগ করার অপচেষ্টায় লিপ্ত হলে।

(III) কোন প্রশিক্ষণার্থী যদি স্বেচ্ছায় নিজেকে অনগ্রসর প্রমাণ করার অপচেষ্টায় লিপ্ত হয় এবং তা যদি প্রমাণিত হয় তবে বিকেএসপিতে অবস্থানকালিন তার জন্য ব্যয়িত অর্থের সমপরিমান অর্থ ক্ষতিপূরণ আদায় পূর্বক তাকে বহিষ্কার করা হবে।

(IV) এক্ষেত্রে প্রতিমাসে সর্বোচ্চ ৭০০০ (সাত হাজার) টাকা খরচ হিসেবে ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ করা হবে এবং এ টাকা হতে কলেজ ফিস বাবদ পরিশোধিত টাকা বাদ যাবে।

(ছ) বহিষ্কার : নিম্নলিখিত কারণে প্রশিক্ষণার্থীকে প্রতিষ্ঠান হতে বহিষ্কার করা হবে :

(I) প্রশিক্ষণার্থীকে কোন অপরাধের জন্য পূর্বে বর্ণিত তিরস্কার, সতর্ক, চূড়ান্ত সতর্ক ও জরিমানা করা সত্ত্বেও অভ্যাসগত ভাবে অপরাধের পুনরাবৃত্তি ঘটালে।

(II) প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা, কর্মচারী, সহপাঠি (অগ্রজ/অনুজ) সহ অন্য কারো সাথে অশোভন/অমার্জিত অসদাচারণ এবং শারীরিকভাবে আঘাত/লাঞ্ছিত করলে।

(III) নেশা জাতীয় দ্রব্য বহন ও সেবন করলে।

(IV) পারস্পরিক অনৈতিক সম্পর্কে লিপ্ত হলে।

(V) বিনানুমতিতে কোন ক্লাব, সমিতি, ফেডারেশন, ক্রীড়া সংস্থা অথবা অন্য কোন সংস্থার পক্ষে প্রতিযোগিতা/প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করলে।

(VI) কলেজ ফিস ৩ কিস্তি / ১২ মাসের অধিক বকেয়া থাকলে।

(জ) জামানত ও অবৈধ মালামাল বাজেয়াপ্ত : নিম্নলিখিত কারণে প্রশিক্ষণার্থীর জামানত ও অবৈধ মালামাল বাজেয়াপ্ত হবে :

(I) শৃঙ্খলাভঙ্গের কারণে বহিষ্কৃত প্রশিক্ষণার্থীর ভর্তির সময় জামানত হিসেবে জমাকৃত অর্থ বাজেয়াপ্ত হবে।

(II) প্রতিষ্ঠান ঘোষিত অবৈধ মালামাল ও দ্রব্যসামগ্রী বহন,সেবন অথবা ব্যবহার করলে উক্ত মালামাল ও দ্রব্যসামগ্রী বাজেয়াপ্তসহ প্রয়োজনে বিনষ্ট করা হবে।

৫। কমিটি গঠন :

কোন প্রশিক্ষণার্থীকে বহিষ্কার/প্রত্যাহার করার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে নিম্নোক্ত কমিটি প্রতিবেদন প্রদান করবেন:

ক) পরিচালক (প্রশিক্ষণ) - আহবায়ক

খ) অধ্যক্ষ - সদস্য

গ) উপ-পরিচালক (প্রশাসন) - সদস্য

(কমিটি প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট কোচ, শ্রেণি শিক্ষক, চিকিৎসক, ক্রীড়া মনোবিজ্ঞানী কো-অপ্ট করতে পারবে)

কমিটির সুপারিশের প্রেক্ষিতে মহাপরিচালক চূড়ান্ত অনুমোদন এবং পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করবেন।

অধ্যায়-৪

বিকেএসপি কলেজের প্রশিক্ষণার্থী সংশ্লিষ্ট আর্থিক নীতিমালা

ভূমিকা :

বিকেএসপি একটি সম্পূর্ণ আবাসিক ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। ১৯৮৬ সাল হতে প্রশিক্ষণার্থী ভর্তি কার্যক্রম শুরুর পর থেকে অদ্যাবধি তাদের আবাসন, খাদ্য, ক্রীড়া সরঞ্জামসহ দেশে বিদেশে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ ইত্যাদি সকল কার্যক্রম সরকারি অর্থে পরিচালিত হয়ে আসছে। ব্যাতিক্রমধর্মী প্রতিষ্ঠান হিসেবে এখানে অধ্যয়নরত দীর্ঘমেয়াদী প্রশিক্ষণার্থীদের কলেজ ফিস তাদের অভিভাবকগণের আয় অনুযায়ী ধার্য করা হয়। অপরদিকে ভর্তি ফিস, জামানত, সেশন চার্জ, মেডিকেল ফিস ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে সমহারে ধার্য করা হয়। শিক্ষার্থীদের নিকট থেকে কলেজ ফিস, জামানত, মেডিকেল ফিস, জরিমানা , ক্ষতিপূরণ আদায়, মওকুফ, বাজেয়াপ্ত , ফেরত প্রদান সংক্রান্ত আর্থিক বিষয়াদির জটিলতা নিরসনের জন্য এই নীতিমালা প্রণয়ন করা হল।

২। সংজ্ঞাসমূহ :

ক) **বিকেএসপি :** বিকেএসপি বলতে বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আইন ২০২০ অনুযায়ী বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (বিকেএসপি) Bangladesh Krira Shikkha Protishthan (BKSP) বোঝাবে।

খ) **প্রশিক্ষণার্থী :** প্রশিক্ষণার্থী বলতে বিকেএসপিতে ভর্তিকৃত দীর্ঘমেয়াদে প্রশিক্ষণ ও অধ্যয়নরত ছাত্র ছাত্রীকে বোঝাবে।

গ) **দীর্ঘ মেয়াদী :** দীর্ঘমেয়াদী বলতে বিকেএসপিতে চতুর্থ শ্রেণি হতে স্নাতক শ্রেণি পর্যন্ত ৬ থেকে ১২ বছর ও ক্ষেত্র বিশেষে লেখাপড়ায় অকৃতকার্যতার কারণে আরো ৩ বছর অর্থাৎ ৬ থেকে ১৫ বছর অধ্যয়নের মেয়াদ বোঝাবে।

ঘ) **ভর্তি ফিস :** ভর্তির সময় বিকেএসপি কর্তৃক নির্ধারিত এবং অভিভাবক কর্তৃক ভর্তি বাবদ দেয়া ফিস বোঝাবে।

ঙ) **জামানত :** জামানত বলতে প্রশিক্ষণার্থীর অভিভাবক কর্তৃক ভর্তির সময় এককালীন দেয়া নির্দিষ্ট পরিমান (ফেরতযোগ্য) অর্থ বোঝাবে।

চ) **কলেজ ফিস :** দীর্ঘমেয়াদী প্রশিক্ষণার্থীদের অভিভাবকগণের আয় অনুযায়ী ধার্যকৃত এবং বছরে চার কিস্তিতে বিকেএসপিকে পরিশোধযোগ্য অর্থ বোঝাবে।

ছ) **সেশন চার্জ :** ভর্তির পরবর্তী বছর থেকে এবং বছরের শুরুতে প্রশিক্ষণার্থীর নিকট হতে গৃহীত নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ বোঝাবে।

জ) **মেডিকেল ফিস :** প্রতি বছরের শুরুতে প্রশিক্ষণার্থীর চিকিৎসাজনিত ব্যয়ের জন্য তাদের নিকট থেকে মেডিকেল চার্জ বাবদ গৃহীত অর্থ বোঝাবে।

ঝ) **আচরণ :** আচরণ বলতে বিকেএসপিতে অবস্থানকালিন প্রশিক্ষণার্থীর নিকট হতে বিকেএসপির সুব্যবস্থাপনার জন্য কাঙ্ক্ষিত সুশৃঙ্খল ও শোভন আচরণ বোঝাবে।

ঞ) **জরিমানা :** আচরণ পরিপন্থী কার্যকলাপ ও শৃঙ্খলাভঙ্গের কারণে প্রশিক্ষণার্থীর নিকট হতে অফেরৎযোগ্য নগদ অর্থ বোঝাবে।

ট) **বোর্ড/বিশ্ববিদ্যালয় ফিস :** সমাপনী, জেএসসি, এসএসসি, বি-স্পোর্টস ইত্যাদি পরীক্ষা সমূহের রেজিস্ট্রেশন ও ফর্ম পূরণ বাবদ বোর্ড/বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিস হিসাবে দেয় অর্থ বোঝাবে।

ঠ) **মওকুফ :** মওকুফ বলতে প্রশিক্ষণার্থীর খেলা অথবা পড়ালেখায় সাফল্যের জন্য প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বিভিন্ন মেয়াদে মওকুফকৃত কলেজ ফিস বোঝাবে।

ড) **বাজেয়াপ্ত :** বাজেয়াপ্ত বলতে প্রশিক্ষণার্থীর নিকট হতে ভর্তির সময় জামানত (ফেরৎযোগ্য) হিসেবে জমাকৃত অর্থ প্রশিক্ষণার্থীর শৃঙ্খলা ভঙ্গের অথবা আচরণ পরিপন্থি কাজের জন্য বিকেএসপির তহবিলে স্থায়ীভাবে জমা করা বোঝাবে।

ঢ) **অভিভাবক :** প্রশিক্ষণার্থীর পিতা এবং পিতার অবর্তমানে মাতা অথবা তাদের অবর্তমানে প্রশিক্ষণার্থী কর্তৃক মনোনীত অভিভাবককে বোঝাবে।

৩। আয়ের প্রত্যয়নপত্র :

ক) সরকারী / আধাসরকারী / স্বায়ত্ত শাসিত / বিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের চাকুরীজীবি অভিভাবকদের মাসিক আয় কর্মরত প্রতিষ্ঠান প্রধান / নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তা / আয়কর বিভাগের কর্মকর্তা দ্বারা প্রত্যায়িত হতে হবে। বেসরকারী চাকুরীজীবি ও অন্যান্য পেশার অভিভাকদের ক্ষেত্রে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা/অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক দ্বারা প্রত্যায়িত হতে হবে। পিতা এবং মাতা উভয়ে চাকুরীজীবী হলে উভয়ের আয় প্রত্যয়ন পত্রে সন্নিবেশিত করতে হবে।

খ) মূল বেতন, পেশাগত ভাতা অথবা পেশাগত আয়, ভূ-সম্পদলব্ধ আয়, নিজস্ব বাড়ী ভাড়া ও অন্যান্য উৎস থেকে আয়ের প্রত্যয়ন পত্র বিকেএসপির নির্ধারিত ফর্মে প্রদান করতে হবে। প্রশিক্ষণার্থীদের পিতা-মাতার অবর্তমানে মনোনীত অভিভাবকদের আয়ের প্রত্যয়নপত্র অনুযায়ী কলেজ ফিস নির্ধারণ করা হবে।

৪। কলেজ ফিস নির্ধারণ :

ক) পিতা-মাতার পৃথক পৃথক আয়ের উৎস থাকলে অধিকতর বেতনভোগীর পূর্ণ আয় এবং নিম্নতর বেতনভোগীর আয়ের এক চতুর্থাংশ সাকুল্য আয় হিসেবে বিবেচিত হবে।

খ) নিম্নবর্ণিত হারে প্রশিক্ষণার্থীদের বেতন নির্ধারণ করা হবে।
সর্বনিম্ন মাসিক কলেজ ফিস হবে ১,০০০/- টাকা। যা অভিভাবকের আয়ের ১০% হিসেবে নির্ধারিত হবে। তবে সর্বোচ্চ কলেজ ফিস ১০,০০০/- টাকার উর্ধ্বে হবে না।

গ) যদি একাধিক ভাই/বোন বিকেএসপিতে অধ্যয়নরত থাকে, তবে কনিষ্ঠ জনের কলেজ ফিস ৫০% ছাড় দেয়া হবে। অগ্রজের পাঠ সমাপন কিংবা পাঠে ধারাবাহিকতায় বিচ্যুতি ঘটলে এই 'ছাড়' প্রযোজ্য হবে না।

ঘ) বিকেএসপির স্থায়ী কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীর এক সন্তানের কলেজ ফিস কলেজ কর্তৃপক্ষ মওকুফ করতে পারবেন। অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের ক্ষেত্রে এই সুযোগ প্রযোজ্য হবে না।

ঙ) কলেজ ফিস প্রয়োজনবোধে পুনঃনির্ধারণ করা হবে।

চ) **কলেজ ফিস নির্ধারণ কমিটি:** কমিটি প্রশিক্ষণার্থীর ফিস নির্ধারণ করে অনুমোদনের জন্য মহাপরিচালকের নিকট পেশ করবেন :

(১) অধ্যক্ষ, বিকেএসপি কলেজ - আহবায়ক
(২) বিকেএসপির প্রশিক্ষণ শাখার প্রতিনিধি - সদস্য
(৩) বিকেএসপির কলেজ শাখার প্রতিনিধি - সদস্য
(৪) বিকেএসপির হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা - সদস্য

৫। কলেজ ফিস পরিশোধ ও গ্রহণ পদ্ধতি :

ক) ধার্যকৃত কলেজ ফিস প্রতিমাসে অথবা বছরে চার কিস্তিতে পরিশোধ করা যাবে। প্রথম কিস্তি জানুয়ারি-মার্চ, দ্বিতীয় কিস্তি এপ্রিল-জুন, তৃতীয় কিস্তি জুলাই-সেপ্টেম্বর এবং চতুর্থ কিস্তি অক্টোবর-ডিসেম্বর।

খ) প্রশিক্ষণার্থীদের ধার্য্যকৃত বেতন মাসিক অথবা প্রতি ৩ মাস অন্তর কিস্তিতে পরিশোধ করা যাবে। প্রথম মাস অথবা ১ম কিস্তির টাকা বিকেএসপি কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে।পরবর্তীতে মাসিক হারে পরিশোধ করলে প্রতিমাসের টাকা পূর্ববর্তী মাসের ২৫ তারিখের মধ্যে এবং কিস্তিতে পরিশোধ করলে ২য়, ৩য় ও ৪র্থ কিস্তির টাকা কিস্তি শুরুর পূর্ববর্তী মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে।

গ) কলেজ এবং অন্যান্য ফিসের অর্থ নির্ধারিত রশিদ বই পূরণ পূর্বক বিকেএসপিতে নগদ অথবা উত্তরা ব্যাংক, বিকেএসপি শাখায় নগদ অথবা পে-অর্ডারের মাধ্যমে জমা প্রদান করতে হবে।

৬। প্রশিক্ষণার্থীদের ফিস প্রদানের হার :

(ক) ভর্তি ফিস - ২০০০/ টাকা (ভর্তিকালীন)
(খ) জামানত - ৫,০০০/- টাকা (ভর্তিকালীন এবং ফেরতযোগ্য)
(গ) মেডিকেল ফিস - ৩০০/- টাকা (বাৎসরিক)
(ঘ) পরীক্ষার ফিস - ১৫০/- টাকা (বাৎসরিক)
(ঙ) সেশন চার্য - ১৫০০/ টাকা (ভর্তির পরবর্তি বছর থেকে কার্যকর হবে)
(চ) ম্যাগাজিন ফিস - ৫০/ টাকা (বাৎসরিক)
(ছ) লাইব্রেরি ফিস - ১০/ টাকা (বাৎসরিক)
(জ) বেতন বই - ১০/ টাকা (প্রতিটি বই)
(ঝ) বিশ্ববিদ্যালয় ও বোর্ড ফিস - বিশ্ববিদ্যালয় ও বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত।

৭। জরিমানা ধার্য ও গ্রহণ পদ্ধতি : প্রশিক্ষণার্থীদের ধার্যকৃত কলেজ ফিসের অর্থ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে জমা প্রদানে ব্যর্থ হলে নিম্নবর্ণিত হারে জরিমানা প্রদান করতে হবে :

ক) কিস্তি শুরুর প্রথম দিন হতে প্রতিদিন ১.০০ টাকা হারে একমাস এবং প্রতিদিন ১.৫০ টাকা হারে দুই মাস পর্যন্ত জরিমানা আদায় করা হবে।

খ) দ্বিতীয় কিস্তি পর্যন্ত জরিমানাসহ অর্থ পরিশোধ না করলে ভর্তি বাতিল করা হবে অথবা প্রশিক্ষণার্থীদেরকে প্রতিষ্ঠান হতে বহিষ্কার করা হবে। এই মর্মে অভিভাবক বরাবর ১৫ (পনের) দিনের সময়সীমা নির্ধারণ পূর্বক পত্র প্রদান করা হবে।

৮। জামানত নির্ধারণ, গ্রহণ, ফেরত ও বাজেয়াপ্তকরণ :

ক) প্রশিক্ষণার্থীদেরকে ভর্তিকালীন নির্ধারিত ৫,০০০/- টাকা ব্যাংকে নগদ/ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডারের মাধ্যমে জমা প্রদান করতে হবে।

খ) আচরণ পরিপন্থি কার্যকলাপ ও শৃঙ্খলাভঙ্গের কারণে প্রতিষ্ঠান হতে কোন প্রশিক্ষণার্থী বহিষ্কৃত হলে তার জামানতের অর্থ বাজেয়াপ্ত হবে।

গ) অভিভাবক কর্তৃক স্বেচ্ছায় প্রশিক্ষণার্থীদেরকে প্রত্যাহার করা হলে সেক্ষেত্রে জামানতের সমুদয় অর্থ বাজেয়াপ্ত হবে।

ঘ) প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণের মেয়াদ শেষে জামানতের অর্থ ফেরৎ দেয়া হবে।

ঙ) খেলাধুলায় বা সাধারণ শিক্ষায় অনগ্রসরতা অথবা শারীরিক কিংবা মানসিক অসামর্থ্যের কারণে প্রশিক্ষণার্থী প্রত্যাহার হলে জামানতের অর্থ ফেরৎ দেয়া হবে।

৯। এই নীতিমালা সম্পূর্ণভাবে সকল আঞ্চলিক কেন্দ্রের জন্যও প্রযোজ্য হবে।

অধ্যায়-৫

বিকেএসপির আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার নীতিমালা

ভূমিকা:

বিকেএসপি একটি অনন্যসাধারণ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এ প্রতিষ্ঠান দেশের তৃণমূল পর্যায় থেকে ক্রীড়া মেধা অন্বেষণ করতঃ দীর্ঘ মেয়াদী বিজ্ঞানসম্মত প্রশিক্ষণ শেষে আন্তর্জাতিক মানের ক্রীড়াবিদ সৃষ্টির লক্ষ্যে কাজ করে আসছে। আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন ক্রীড়াবিদ সৃষ্টির লক্ষ্যে বিভাগীয় পর্যায়ে ছয়টি আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা হয় এবং আরও দুটি (রাজশাহী ও ময়মনসিংহ) স্থাপনের কার্যক্রম চলমান। ক্রীড়া মেধা অন্বেষণ, বাছাই এবং বিকাশের ক্ষেত্রে কেন্দ্রসমূহের কার্যক্রম অধিকতর কার্যকর করা সহ মূল কেন্দ্রের সহায়ক হিসেবে কাজ করার জন্য এ নীতিমালা প্রণয়ন করা হল।

২। সংজ্ঞা সমূহ:

ক) বিকেএসপি/ প্রতিষ্ঠান: বিকেএসপি/ প্রতিষ্ঠান বলতে বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আইন ২০২০ অনুযায়ী বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (বিকেএসপি) Bangladesh Krira Sikkha Protishthan (BKSP) বোঝাবে।

খ) আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র: আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র বলতে বিকেএসপি, ঢাকা ব্যতিত দেশের অন্যান্য অঞ্চলের বিকেএসপির কেন্দ্রসমূহকে বোঝাবে।

গ) প্রশিক্ষণার্থী: প্রশিক্ষণার্থী বলতে আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ভর্তিকৃত প্রশিক্ষণ ও অধ্যয়নরত ছাত্র ছাত্রীকে বোঝাবে।

৩। বাছাই ও নির্বাচন প্রক্রিয়াঃ

ক) বোর্ড অব গভর্নরস এর অনুমোদন সাপেক্ষে আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রধান খেলার ও অন্যান্য খেলার প্রশিক্ষণের বিষয় নির্ধারিত হবে।

খ) গণমাধ্যমে (ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া ও পত্র পত্রিকা) প্রচার / পোস্টার / মাইকিং ইত্যাদির মাধ্যমে খেলোয়াড় বাছাই ও নির্বাচনের তারিখ, সময় ও স্থান প্রচার করা হবে।

গ) পরিকল্পনা অনুযায়ী বিকেএসপি (সদর দপ্তর) কর্তৃক পূর্বনির্ধারিত তারিখ, সময় ও স্থানে প্রাথমিক বাছাই ও নির্বাচন কার্যক্রম পরিচালিত হবে।

ঘ) আন্তঃস্কুল প্রতিযোগিতা/ আন্তঃবিভাগ ক্রীড়া প্রতিযোগিতা/ বিকেএসপির আয়োজিত প্রতিযোগিতা হতে এবং স্থানীয় ক্রীড়া শিক্ষক, কোচ, ক্রীড়ানুরাগী ব্যক্তিবর্গের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার মাধ্যমে খেলোয়াড়দের বাছাই কার্যক্রম সম্পন্ন করা হবে।

ঙ) চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত প্রশিক্ষণার্থীদের বিকেএসপি সদর দপ্তর/প্রধান কার্যালয়ের পরিকল্পনা ও সমন্বয়ের মাধ্যমে ভর্তি করা হবে।

৪। প্রশিক্ষণ ও মূল্যায়ন:

ক) চূড়ান্তাবে নির্বাচিত এবং ভর্তিকৃত খেলোয়াড়দেরকে ভর্তির সময় হতে ১ (এক) বছরের জন্য পর্যবেক্ষণমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।

খ) প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত প্রশিক্ষণার্থীগণ এক বছর প্রশিক্ষণ শেষে মূল্যায়ন করে বাছাইকৃত সেরা প্রশিক্ষণার্থীদের পরবর্তীধাপের প্রশিক্ষণের (মধ্যম/Medium ও উচ্চ কার্যকারিতা/High Performance) জন্য ঢাকা বা নির্ধারিত আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে প্রেরণ করা হবে। অবশিষ্ট প্রশিক্ষণার্থীদের বার্ষিক মূল্যায়নে যোগ্য হলে প্রশিক্ষণ অব্যাহত রেখে অনগ্রসর প্রশিক্ষণার্থীদের প্রতিষ্ঠান থেকে প্রত্যাহার করা হবে।

গ) প্রশিক্ষণার্থীদের খেলাধুলার পাশাপাশি সাধারণ শিক্ষাও প্রদান করা হবে। এ ক্ষেত্রে আঞ্চলিক কেন্দ্র সমূহ সংশ্লিষ্ট শিক্ষা বোর্ডে অধিভূক্ত (Affiliation) হয়ে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করবে।

ঘ) প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত প্রশিক্ষণার্থীদের ক্রীড়াভেদে ৪র্থ হতে ৭ম শ্রেণিতে ভর্তি করা হবে এবং ১০ম শ্রেণি পর্যন্ত প্রশিক্ষণ ও পাঠদান করা হবে।

--------- ০ ---------

[illegible] - 24.